

আহমদ ছফা'র দর্শন

-- নুরুজ্জামান মানিক

[**গৌরচন্দ্রিকাঃ প্রথমতঃ** এটি কোন সিরিয়াস লেখা নয়, সিরিয়াস তো দূর কি বাত , এটি আদৌ কোন রচনাই নয় , বরং উল্লেখিত বিষয়ে লেখা বা জানার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে । অন্ধের হস্তদর্শন আর কি !

দ্বিতীয়তঃ আহমদ ছফা'র শত্রু-মিত্র এর অভাব ছিল না কিন্তু সেটা নিশ্চয় বৈষয়িক কারণে নয়, দ্বন্দ্বটা বুদ্ধিবৃত্তিক এবং মূলে তার দর্শন। কি সেই দর্শন যার দ্বারা তার ব্যক্তিজীবন ,সাহিত্য ,রাজনীতি ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে সেটাই বক্ষ্যমান রচনার উদ্দেশ্য।

তৃতীয়তঃ আহমদ ছফা তার নিজের সম্পর্কে বয়ানে বলেছেন : আমি পেশায় লেখক ।¹ তবে ,তাকে নিছকই সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী হিসেবে গণনা করলে মারাত্মক গলতি হতে পারে বলে কবি ফরহাদ মজহার² এর মত আমরাও মনে করি । এখানে আমাদেরও লক্ষ্য তার সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন নয় । অবশ্য আমরা এও জানি যে, তিনি উচুমানের কিছু সাহিত্যকর্ম রচনা করেছেন এবং তার সাহিত্যকর্মের উপর পি এইচ ডি পর্যায়ে গবেষণা তার জীবিতকালেই হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। প্রাসঙ্গিক নয় বলেই তার সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন এখানে আসবে না ,তবে এটাও ঠিক যে , প্রাসঙ্গিক হলেও তা আমার মত সাহিত্যের এক মুখ পাঠকের পক্ষে শোভন হত না (অসম্ভব বলছি না, কারণ এদেশে চুরাস্ত ভুল কবিতা লিখেও হিরো হওয়া যায়, অনেকে কবিত্ব ছাড়াই রেজিস্টার্ড কবি বনে যান অনায়াসে দু'লাইন লেখার ক্ষমতা নেই বা সাহিত্য সম্পর্কিত জ্ঞানকাণ্ড ও বুঝার ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় এমন অনেকেই আজ বিভিন্ন সংবাদপত্রে সাহিত্য সম্পাদক সেজে পৌরহিত্য করছে)।

তবে,ছফার দর্শন বুঝতে নজির হিসেবে আমরা অকূপনভাবে তার রচনাকর্মের সাহায্য নিব। আহমদ ছফা ছাড়া অন্য কেউ হলে (দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া) নিতাম না কারণ তাদের অনেকেই যা লেখেন তা নিজেরাই বিশ্বাস করেন না, লেখেন কারণ বাজার কাটতি । কিন্তু ছফা নিছক সাহিত্যিক শেখে লেখালেখি করেননি বরং তার পেছনে ছিল তার দর্শন-স্বপ্ন। মূল শক্তি তার নিজের ভাষায় 'জ্যঠামি' ।

চলবে

.....
সূত্র নং ১: উপলক্ষের লেখা, শ্রী প্রকাশ , মার্চ ২০০১।

সূত্র নং ২: আজকের কাগজ ৬ আগস্ট, ২০০১।